সংবাদ

তারিখ ...01 DEC 2002...
পৃষ্ঠা ~ ৪ কলাম ~

আর্থিক সঙ্কটে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

দেশের ৯টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে। এদের মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেটের শাবিপ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা নাকি সঙ্গীন। জরুরি ভিত্তিতে সাড়ে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া না হলে বিশ্ববিদ্যালয় ৩টির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া নাকি সম্ভব হবে না। গত বুধবার অর্থসঙ্কট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জরুরি অর্থ বরাদ্দ চেয়েছিল। অর্থমন্ত্রী আপাতত ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে রাজি হয়েছেন।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রত্যেকটিই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু টাকা-পয়সার জন্য পুরোপুরিভাবেই সরকারের ওপর নির্ভরশীল। 'রাজস্ব' ও 'উন্নয়ন' দু'খাতের টাকাই সরকার দিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ফি আদায় করে, আদায় করার খরচ তার চেয়ে বেশি। ছাত্রদের আবাসিক হলগুলোতে 'সিট রেন্ট' বাবদ যা আদায় করা হয়, তা দিয়ে নাকি ইলেকট্রিক বাল্বের খরচও উঠে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যান্য আয় আরও নগণ্য।

অর্থের ব্যাপারে সরকারনির্ভর হলেও বাজেট প্রণয়নের সময় সরকারি বরাদ্দের তোয়াক্কা না করার ফলে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০১-০২ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৫৫ কোটি ৭১ লাখ টাকায়। অর্থসংস্থান না করে বাজেট প্রণয়ন দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বহীনতার পরিচয়। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো যখন আয় ও ব্যয়ের ছক নিজেরাই নির্ধারণ করে, তখন তাদের বাজেট ঘাটতির টাকা সরকার দেবে কেন- সে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক স[illegible]র জন্য ইউজিসি ৭টি কারণকে দায়ী করেছে। এক. চাহিদার বিপরীতে সরকারি বরাদ্দের অপার্যপ্ততা; দুই. পেনশন সমর্পণ ও পেনশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি; তিন. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধি; চার. বাজেটবহির্ভূত অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ; পাঁচ. নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট খোলা; ছয়. অধীনস্থ স্কুল ও কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুদান বৃদ্ধি এবং সাত. কমিশনের নীতিমালা উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতিমালায় পদোন্নতি ও পদোন্নয়ন প্রদান।

ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সঙ্কটের যেসব কারণ উল্লেখ করেছে তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর থেকে সবধরনের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে। অথচ অর্থ বরাদ্দ ভাগাভাগির জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইউজিসিকে এবং তার মাধ্যমে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক শৃঙ্খলা স্থাপন করার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেধরনের আচরণ করছে, তা অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে। অন্যদিকে দেখা গেছে, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা ইউজিসিকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি সরকারপ্রধান ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেনদরবার করেন। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা অমান্য করে এবং কমিশনকে পাশ কাটিয়ে সবকিছু করার চেষ্টা করে, তবে নৈরাজ্যের অবসান হবে না। সরকার টাকা-পয়সা দেয়ার আগে বিষয়টি নিশ্চিত করলে ভবিষ্যতে 'ঋণ করে ঘি খাওয়া' থাকবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিমাণ ফি ও সিট রেন্ট আদায় করে, তা 'হাস্যকর'। কর্তৃপক্ষ এসব বাড়ানোকে রাজনৈতিক সমস্যা বলে মনে করেন। সামলাতে না পারলে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়-ব্যয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করাটা বিশেষভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে। নতুন নতুন বরাদ্দ দেয়ার [illegible] সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছ থেকে আর্থিক জবাবদিহিতা দাবি করতে পারে। বিশ্ববি[illegible]বাহিক আর্থিক সঙ্কট ও অব্যবস্থা উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্ষতিকর।